দৈনিক

তারিখ 9 JAN 2017
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

■ সনদ বাণিজ্যের নয়া ফন্দি

শিক্ষার মান নিয়ে কোনো ছাড় দেওয়া চলবে না

একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করাই যথেষ্ট। টাকার বিনিময়ে পড়াশোনা ছাড়াই যদি সনদ মেলে তা হলে এর পরিণতি সমাজের জন্য কতটা ভয়াবহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।। অনাচার, দুর্নীতি তো বাড়বেই– গোটা তরুণ প্রজন্মই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশিত 'সনদ বাণিজ্যের নয়া ফন্দি' শিরোনামের প্রতিবেদনে দেখা যায়, সনদ বাণিজ্যের বিতর্কে বন্ধ করে দেওয়া হয় দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম মালিক আবুল হোসেন ফের নতুন নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। সরকারের অনুমোদন পেতে এবার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন বিরোধীদলীয় নেতাকে। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম দিয়েছেন রওশন এরশাদ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, শুধু দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি নয়, প্রাইম ইউনিভার্সিটি (অবৈধ শাখা), রয়েল ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সনদ বাণিজ্যসহ নানা দুর্নীতির কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সনদ বাণিজ্যের মূল হোতা ছিলেন আবুল হোসেন।

শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। শিক্ষার মানের সঙ্গে কোনো আপস চলে না। আমরা আশা করব, সনদ বাণিজ্য রোধে মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সবাই আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে কাজ করবে

নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য প্রথমে ইউজিসিতে আবেদন করতে হয়। পরে সরেজমিন পরিদর্শন করে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠায়। এর পর প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। কিন্তু আবুল হোসেন বিরোধীদলীয় নেতাকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করান। প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক সম্মতিও দিয়েছেন। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সারসংক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গত ২৮ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে। বিতর্কিত আবুল হোসেন প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান করেছেন বিরোধীদলীয় নেতাকে। আর নিজে হয়েছেন সাধারণ সম্পাদক। বিতর্কিত এ ব্যক্তিকে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিলে সনদ বাণিজ্যের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন, এ অবস্থায় আবুল হোসেনকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া কি উচিত হবে? শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। শিক্ষার মানের সঙ্গে কোনো আপস চলে না। আমরা আশা করব, সনদ বাণিজ্য রোধে মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সবাই আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে কাজ করবে।